দ্বিতীয় কৃষ্ণা ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা ২০১৫

মেয়েদের শিক্ষা

ব্যক্তির পছন্দ বনাম সামাজিক অঙ্গীকার

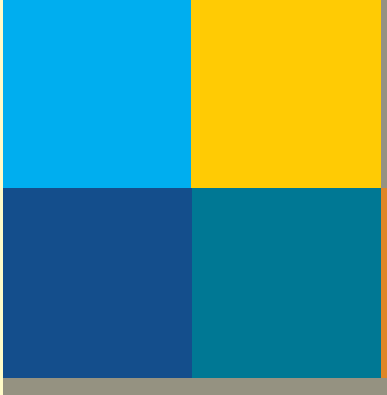

মানবী মজুমদার

মানবী মজুমদার

মেয়েদের শিক্ষা

ব্যক্তির পছন্দ বনাম সামাজিক অঙ্গীকার

মানবী মজুমদার

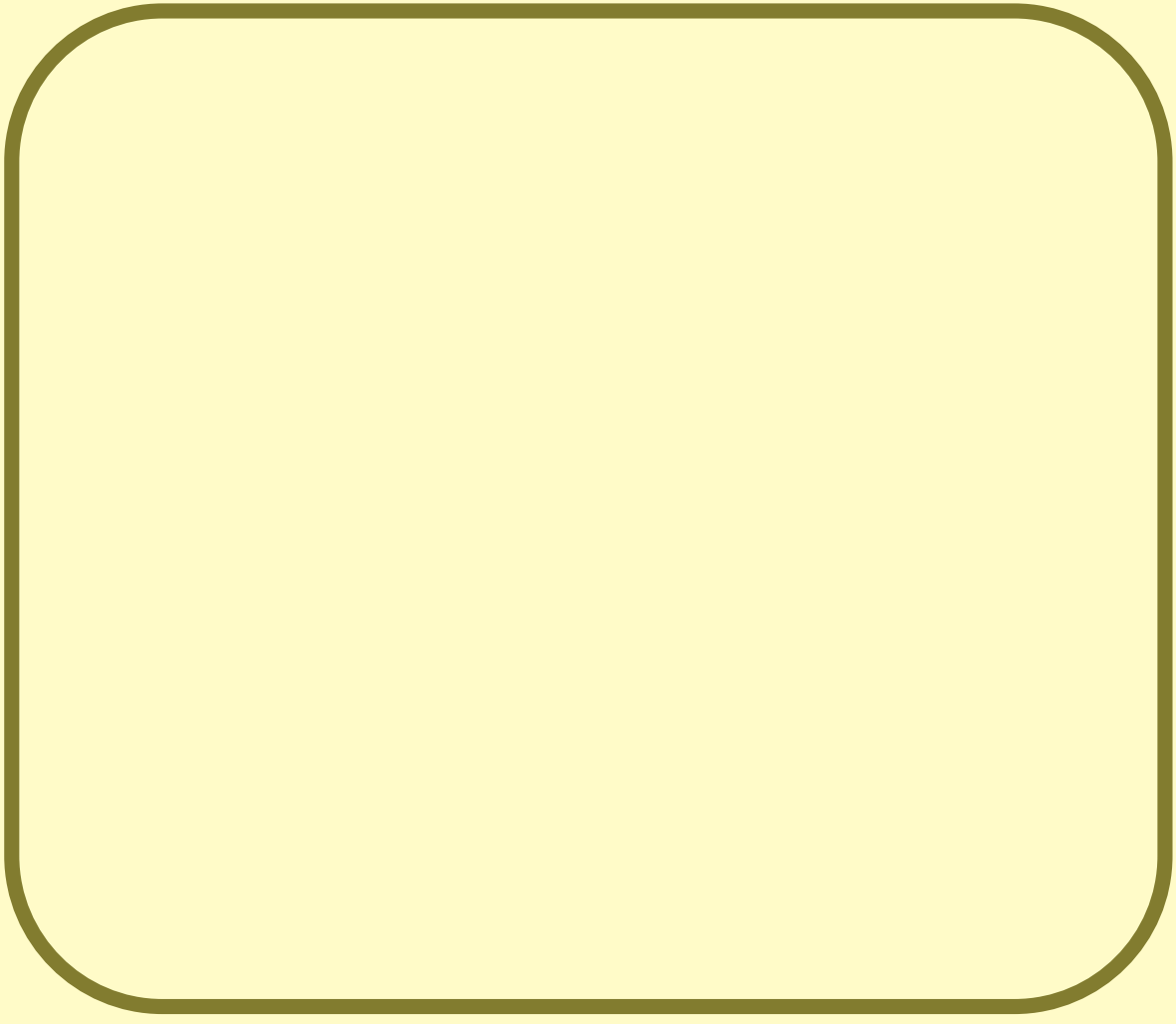

মেয়েদের শিক্ষা ঃ ব্যক্তির পছন্দ বনাম সামাজিক অঙ্গীকার

মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি জরুরী এবং সেই সঙ্গে বিতর্কিত। এখনও পক্ষের এবং বিপক্ষের উকিল অনেকে আছেন। এবং বিষয়টি বহুমাত্রিক। একদিকে রয়েছে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের পরিসরে মেয়েদের অমর্যাদা, এমনকী হিংস্র শারীরিক নির্যাতনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তেমনি অন্যদিকে যেটি প্রাসঙ্গিক, স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে পঠন পাঠনের প্রাত্যহিক চর্চায়, এবং শ্রেণীকক্ষে অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের দৈনদিন সংস্কৃতিতে মেয়েদের অনাদরের বিষয়টি।

এই লেখাটিতে নারীশিক্ষার অর্থ সবকটি দিকে উদ্ঘাটিত করতে পারব, এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত লিঙ্গ বৈষম্যের সবকটি আস্তরণের জাল ভেদ করতে পারব সে আশাও রাখিনি, সে চেষ্টাও করি নি। আলোচনাটি তাই সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের প্রতি সামান্য একটু নজর দেবার পর চারটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। প্রথম, মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি কোন্ দৃষ্টিকোণ্ থেকে বিচার করব—ব্যক্তি পরিসরে পছন্দের নিরিখে না কি সামাজিক পরিসরে প্রতিশ্রুতি বা দায়িত্বের আঙ্গিকে? দ্বিতীয়, মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়টি যদি এখনও বিতর্কের ঊর্ধে নাহয়, তাহলে বিপক্ষের সওয়াল গুলি কী ধরনের? তৃতীয়, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগের খানিকটা প্রসার সত্ত্বেও তাদের 'স্কুল জীবনের আয়ু' (School life expectancy) এণ্ড স্বল্প মেয়াদি কেন? চতুর্থ, নারীশিক্ষা বিরোধী যুক্তি ও শক্তির মোকাবিলায় কী ধরণের প্রতি-বিরোধ গড়ে উঠেছে এবং

কোথায়? শেষ প্রশ্নটির মধ্যে যেমন বিশ্লেষণের আগ্রহ আছে, তেমনি আছে মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের কাজে কর্মতৎপরতা ও সক্রিয়তার তাগিদা সমাধানের সূত্র খোঁজার সামাজিক উৎসুক্য। কী করণীয়, কী করা সম্ভব এবং কাদের দ্বারা তার তত্ত্বতল্লাশ। অবশ্য এটা আদৌ বলতে চাইছি না যে মেয়েদের দিকের বিষয়টি সম্পূর্ণ জটিলতামুক্ত অথবা মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বা শ্রেণীচরিত্র অবলুপ্ত হয়েছে, এসবের ঊর্ধে তারা একটি নিটোল অবিভাজিত গোষ্ঠী যাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য, আগ্রহ এবং চাহিদা অবিকল এক। বরং জানতে হবে যে, দেশের নারীসমাজকে স্তরীভূত, তাদের শ্রেণী, জাত বা পরিচিতর স্বার্থ অনেক সময় তাদের লিঙ্গ-ভিত্তিক ঐক্যকে খণ্ডিত করে। সেই কারণেই মেয়েদের শিক্ষার অন্তরায়গুলি দূর করবারও কোনও স্বতঃসিদ্ধ একমাত্রিক সমাধান সূত্র নেই। তবে মেয়েদের মধ্যে আন্তঃবিভাজনের এই বাস্তবকে মেনে নিয়েও যে মূল যুক্তিটি পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে এবং যেটি এই আলোচনাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা হ'ল এই যে শিক্ষা মেয়েদের এবং ছেলেদের জীবনের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবার শক্তি সরবরাহ করে এবং লিঙ্গ বৈষম্যের জনকের, অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার অলিন্দে অস্বস্তিকর নাড়া দেয় (Nussbaum, 2005)। শক্তি ও ক্ষমতার এই সংঘাতই ইঙ্গিত দেয় মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আজও এত ওকালতি কেন?

মেয়েদের শিক্ষার সাথে জড়িয়ে থাকে অন্তঃপুরের বারি তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার সুযোগের দিকটি। তৈরী হয় অন্য মেয়েদের সাথে যূথবদ্ধতার সুযোগ, পারস্পরিক বন্ধন, নির্ভরতা, সঙ্ঘবদ্ধতার সূত্রে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ, এবং রাজনৈতিক পরিসরে, প্রবেশের সম্ভাবনা—পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ডে যা ক্রমশ পরিস্ফুট। গবেষণায় দেখা গেছে সেসব গ্রামে অন্ততঃ দুবার মহিলা পঞ্চায়েত আধিকারিক বা কর্মী রয়েছেন সেখানে গোটা গ্রামে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা বেড়েছে, তাঁর বাবা, মা, বোন সবার মধ্যে পড়াশোনা নিয়ে উৎসাহ বেড়েছে (Pande, 2015)।

এসব সত্ত্বেও আর দুএকটি কথার পূর্বাভাস দিয়ে রাখি। এক, শিক্ষা মেয়েদের স্বশক্তিকরণের আশ্চর্য প্রদীপ নয়, একমাত্র চাবিকাঠি নয় বা যাদুবিদ্যাও নয়। তবে তা সম্ভাবনার অপরিহার্য বীজ। শিক্ষা সত্ত্বেও জীবন কঠিন হতে পারে, তবে শিক্ষা ব্যতিরেকে তা অনেক বেশিমাত্রায়। দুই, শিক্ষা মেয়েদের- মানুষের-চেতনার, অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটায়, তাদের বিবিধ সক্ষমতা বাড়ায়। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, যে মেয়েটি শিক্ষার সুযোগ পায় নি তার সত্তা মানবিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। বরং তার সমমর্যাদার পরিচয়ই তার শিক্ষার অধিকারের দাবীকে নৈতিকতা ও ন্যায্যতার জমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

২. মেয়েদের শিক্ষা ঃ প্রয়োজন, পছন্দ অথবা ন্যায্যতার প্রতিশ্রুতি

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখব অনেক অতীতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নেই, কারণ মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। প্রত্যুত্তরে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "কিন্তু তাই যদি তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? ...বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেকস্‌ট্‌ বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুলমাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে মেয়েরা যদি বা কান্ট হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।"

মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি এবং তা নিয়ে পরিবার ও সমাজের সংশয়ের দোলাচল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোন্ ধারায় চলেছিল তার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেছেন

Geraldine Forbes (2007) Samita Sen (2002) এর মত গবেষকেরা। সংস্কার বনাম আধুনিকতা, মেয়েদের স্বাধীনতা বনাম পরিবারের কর্তৃত্ব এই নিয়ে দ্বান্দ্বিক বিতর্ক চলেছিল ভারতের নানাপ্রান্তে। তার আঞ্চলিক প্রকাশ ছিল বিবিধ, মেয়ের পিতৃতান্ত্রিকতার স্বরূপেরও একটি ভৌগোলিক চরিত্র রয়েছে। উপযুক্ত মা বা স্ত্রী, বা শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত সহচরী হবার প্রয়োজনেই তখন মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে অন্তঃপুরে এবং সমাজে একধরণের টানাপোড়েন ও বোঝাপড়া চলেছিল যার ফলে মেয়েদের শিক্ষার খানিকটা প্রসার অবশ্যই ঘটেছিল। নারীশিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন কিছু ব্যতিক্রমী পুরুষও। যেমন, মনে পড়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কথা; ১৮৬৯/১৮৭০ সালে 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশের কথা। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ নারীমুক্তির নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন দ্বারকানাথ (Ghosh 2014)। সাম্প্রতিক কালেও মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ অতীতের তুলনায় অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেছে।

তবে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন কেন এই প্রশ্নটি শিক্ষার উদ্দেশ্যের গভীরতর ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। আর সেই সম্পর্কটি বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে বিবিধ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে—এখনও পছন্দ, উপযোগিতা (unility) , ও অর্থনৈতিক লাভক্ষতির অঙ্কে, আবার অন্যদিকে অধিকার, স্বাধীনতা, সক্ষমতার ভাষায়। আলোচনা সরলীকৃত করে দুটি মূল আঙ্গিকের উপর জোর দেওয়া যায়, এক, শিক্ষার অর্জন বা বর্জন ব্যক্তি ইচ্ছা, পছন্দ ও চাহিদার বিষয় হিসাবে দেখা। দুই, শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ও তার রূপয়ণকে মূলতঃ একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে দেখা।

প্রথমটিতে শিক্ষার আলোচনা করা হয় প্রধানত অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামোয়, ব্যক্তির বা পরিবারের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা ও সিদ্ধান্তকে বিচার করা হয় লাভ ক্ষতির হিসাবে। শিক্ষা সেখানে বিনিয়োগ ভবিষ্যতে জীবিকার নিশ্চয়তাও জীবনের সুরক্ষার উপকরণ (instrumental value) । লেখাপড়া যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি সমাজ ও নাগরিক চেতনার পাঠ, কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসার চর্চা

শিক্ষার সেই অন্তর্জাত মূল্যের (intrinsic value) কথা বিশেষ গুরুত্ব পায় না এই পছন্দ ভিত্তিক তত্ত্বে, যাকে বলা হয় rational cheric cheory।

এটাও ধরে নেওয়া হয় যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টি পরিবারের বিশেষতঃ পুরুষ অভিভাবকের যুক্তিবিচারের এলাকা, যিনি সমগ্র পরিবারের এবং পরিবারের সব সদস্যের কল্যাণকারী (Becker 1993)। হিতবাদের ভাষায় যাকে বলা হয় যৌথ উপযোগিতা বা joint utility। নারী অধিকারের চর্চায় ও আন্দোলনে কিন্তু অন্তঃপুরের পরিসরকে নিছক যৌথ কল্যাণ ও নিবিড় বন্ধনের ক্ষেত্রে হিসাবেই দেখা হয় নি; পাশাপাশি স্বীকৃত হয়েছে সেই অন্তঃরঙ্গ পরিবেশেও মেয়েদের প্রতি অত্যাচার ও হিংসার দৈনন্দিন বাস্তবটি, কথা উঠেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুযোগের ও রসদের লিঙ্গ-ভিত্তিক অসম বন্টন নিয়ে। অন্তরঙ্গতা , ভালবাসার পাশাপাশি যে রয়েছে হিংসা, বঞ্চনা ও অন্যায্যতার বিপরীত ছবি, পুরুষ অভিভাবক যে কিছু ক্ষৈত্রে কন্যা ও পুত্র সন্তানের প্রতি সমান মঙ্গলময় বা সমদর্শী নন তাদের শিক্ষার ব্যাপারে সমান যত্নশীল নন এই উপলব্ধি ও স্বীকৃতি পছন্দ ভিত্তি শিক্ষার তত্ত্বের মধ্যে একটা বড় ফাঁকের পরিস্ফুট করে।

আর যাকে পরিবারের বা ব্যক্তির পছন্দ বলে দাবী করা হয়, অনেক সময় তা হ'ল ব্যক্তিমানসে সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন। অর্থাৎ নারীশিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির নিরুৎসাহ যেন মেয়েদের সম্বন্ধে সামাজিক অবমূল্যায়নেরই ফসল, যার উল্টোদিক হ'ল পুত্রসন্তানের প্রতি সমাজব্যাপী পক্ষপাতিত্ব বা Son prefrence।

মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করতে হলে তাই পছন্দের, চাহিদার বা বিনিয়োগের ভাষা থেকে, লাভক্ষতির অঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তুলতে হবে সামাজিক ন্যায্যতার প্রসঙ্গ। ভাবতে হবে প্রতিটি মানুষের —মেয়ের এবং ছেলের সমমর্যাদার কথা, স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা। আর সেই ভাবনা, তার স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সাধ, সাধ্য, ও

সাধনার ব্যাপর নয়, মূলতঃ তা সমাজের দায়িত্ব। মেয়েদের শিক্ষার স্বাধীনতা ও অধিকারের রূপায়ন তাই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সামাজিক অঙ্গীকার ও প্রয়াসের উপর। এই সমষ্টিগত উদ্যোগের তারতম্যই আমাদের বুঝতে সাহায্য করে ভারতের মত এই মহাদেশ-তুল্য দেশে এবং দেশ-সদৃশ রাজ্যগুলিতে নারীশিক্ষার প্রসারে এতটা ব্যবধান কেন। আর এই পার্থক্য থেকে এটাও পরিস্ফুট হয় যে নারী শিক্ষার বিষয়টি এখনও বিতর্কের ঊর্ধে নয়, এখনও বিবাদী কণ্ঠ ক্ষীণ বা বিলীন হয় নি।

৩. নারীশিক্ষার বিরোধিতা—নানারূপ, নানাসূর

১৯৮৩-র দশকে রাজীব গান্ধী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় তৎকালীন ভারতের প্রশাসনিক সাফল্যের কথা শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন (Nussbaum 2005)। সভায় উপস্থিত কিছু ভারতীয় ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করে ভারতের সাক্ষরতার ছবিটা এত হতাশাব্যঞ্জক কেন। উত্তরে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের এক লোকপ্রজ্ঞা আছে যা সাক্ষরতারয় ম্লান, নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে (The common people have a wisdom that could only be furnished by literacy')। এটুকু স্পষ্ট যে ভারতবর্ষের মত দেশে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সাবাই সহমত নন।

শিক্ষা যেহেতু অন্য অনেক ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশাধিকারের সম্ভাবনা তৈরী করে তাই একধরণের স্পষ্ট বিরোধিতা আসে তাঁদের কাছে থেকে যাঁরা ক্ষমতার অলিন্দে মেয়েদের প্রবেশ মোটেই পছন্দ করেন না। পরিবারের দারিদ্র ও বাঁচার দৈনন্দিন লড়াইও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে পারে। তবে বিরোধিতা কিছু ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রূপ নেয়—যেন মনে হয় তা কেবল ঔদাসীন্য, তার ধার যেন তেমন মারাত্মক নয়।

কিন্তু নারীশিক্ষার প্রতি অবহেলা পরতে পরতে মনে একটা স্থায়ী উপেক্ষার চেরাহা নেয়। যার ক্ষতিকর প্রকাশ দেখা যায় পারিবারিক অবহেলায় (পুত্র ও কন্যা সন্তানের প্রতি আচরণের বৈষম্য),

সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় (অল্পবয়সে বিয়ে ও সন্তানের জন্ম) এবং সর্বোপরি সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর উপেক্ষায়। উ পেক্ষার এক প্রকট রূপ হ'ল ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যায় ঘাটতি। গবেষণায় প্রকাশ যে লিঙ্গ অনুপাতের বৈষম্যের ফলে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তে অল্পবয়সে বিয়ে হবার সম্ভাবনাও ততোধিক বাড়ে (Pande 2015)।

সরকারি উপেক্ষার একটি উদাহরণ এই যে গ্রামের মেয়েরা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সীমিত সুযোগ পায় ২০০৭-০৮ এর মধ্যে NSSO পরিসংখ্যান অনুযায়ী (GOI. 2010) 2 Km এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের পরিষেবা পায় গ্রামীণ পরিবারগুলির ৪৭ শতাংশ, শহরে সেই অনুপাতে ৯১ শতাংশ। সাম্প্রতিক কালে মেয়েদের উপর নৃশংস আক্রমণের কারণে স্কুলে মেয়েদের যাতায়াতের নিরাপত্তা নিয়ে বাবা মায়েরা সঙ্গত কারণে বিশেষ শঙ্কিত। সেই পটভূমিতে স্কুল পরিষেবার এই অপ্রতুলতা নিছক ঔদাসীন্য বলে মনে হয় না, বরং সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধকতার চেহারা নেয়।

তবে রাজীব গান্ধীর জবাবে সাবেকী ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বজা ধরার যে সুর আছে তারই সূত্র ধরে কখনও কখনও মেয়েরাই শিক্ষিত হতে অনীহা প্রকাশ করেন। ১৯৯৭ এ যশোধরা বাগচীর গবেষণায় যে সব স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ মনে করেছিল যে ছেলেদের থেকে মেয়েদের কম শিক্ষিত হওয়া উচিত। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় এই কিশোরীরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দগুলিকে পুনবিন্যাস করেছে, খাপ খাইয়ে নিয়েছে, যাকে বলা হয় 'adaptive preference'।

সমাজের অঙ্গীকারের প্রশ্নে ফিরে আসি। শিক্ষার স্বাধীনতা আস্বাদনের ইচ্ছেটাও আসলে যত্নের সঙ্গে, সামাজিক প্রক্রিয়ায় লালন করার, বিকশিত করার প্রয়োজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে প্রশ্ন জাগে, স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা মেয়েদের স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুবিধা দিতে কতটা প্রস্তুত?

আজকের ক্রমবর্দ্ধমান কারিগরি দক্ষতার চাহিদার যুগে হাইস্কুল শিক্ষাদেশে ও মেয়ে উভয়ের ভবিষ্যত ও কর্মক্ষেত্রে নূন্যতম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল ব্যবস্থা এই প্রয়োজন মেটাতে কতটা তৈরী?

৪. মেয়েদের স্কুল জীবনের আয়ু

কিশোরীদের লেখাপড়া নিয়ে গবেষণায় অভিভাবকদের সঙ্গে কথাবার্তার কিছুটা সুযোগ হয়েছে। অভাবী পরিবারের মায়েরা প্রায়ই বলেছেন তাঁরা অনেক কষ্ট স্বীকার করেও তাঁদের মেয়েদের স্কুল পাশ করাতে চান, কারণ সেটা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে একটা 'প্রবেশ পত্র', তাঁদের ভাষায় 'একটা পাস'।

সারণি ১ ঃ Education levels of young boys and girls (15-25 years) : All - India, 2007-08 (in yer cent)

All Social Group

Rural		Urban	
Male	Female	Male	Female
Not literate 11.13	25.60	6.20	10.20
Secondry above 32.60	24.10	49.70	51.10

Scheduled Castes

Rural		Urban	
Male	Female	Male	Female
Not literate 14.50	29.80	9.60	16.10
Secondry above 24.90	17.20	35.70	35.20

Scheduled Tribes

Rural		Urban	
Male	Female	Male	Female
Not literate 16.80	38.90	8.0	16.30
Secondry above 19.40	11.90	48.50	42.30

Miscellaneous

Rural		Urban	
Male	Female	Male	Female
Not literate 19.50	33.50	12.80	16.60
Secondry above 19.70	16.20	31.70	33.90

তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—গবেষণা লব্ধ বিশ্লেষণের বার্তা। শিক্ষাবিদরা অনেকেই মনে করেছেন যে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা অর্জন সমতা আনতে গেলে বাড়াতে হবে মেয়েদের স্কুল জীবনের আয়ু (School Life expectancy, UNESCO 2005)। হাইস্কুল সম্পূর্ণ করা তাই নারীশিক্ষা প্রসারের একটি প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করেছেন অনেকেই। পরিসংখ্যানের ভাবে আলোচনাটি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবু ২০০৭-০৮ সালের NSSO Surveryé-র তথ্যের ভিত্তিতে মেয়েদের হাইস্কুল ও উচ্চতর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার একটি চিত্র দেওয়া হল (সারণি ১)। তবে তথ্য খানিকটা পুরোনো, একেবারে হাল আমলের নয়। ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল। কারণ কেউ কেউ একটু বেশী বয়সে পড়াশোনা শুরু করে, ফলে স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করে দেরীতে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কত শতাংশ সাক্ষরাত অর্জন করতে পারে নি, এবং কী অনুপাতে তারা মাধ্যমিক বা আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল গ্রামে ও শহরে, দলিত, আদিবাসী ও মুসলমান গোষ্ঠীর মধ্যে, এবং সব মিলিয়ে গড় ছবিটা কী দাঁড়াল সে ব্যাপারে। লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের চেহারাটি গ্রামে খুবই উদ্বেগজনক। শহরের গড় চিত্রটা অবশ্য বলছে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার ছবিটা অনেক আশাপ্রদ। তবে দলিত, মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসা গ্রামের মেয়েদের স্কুল পাশ করবার অনুপাত এখনও অত্যন্ত কম, সবধরণের প্রান্তিকতার যোগফলের শিকার তারা। আর একটি কথা, শহরের গড় ছবিটা বলছে যে কিশোর ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় সামান্য কম অনুপাতে স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে। এটিও চিন্তার কথা; তাছাড়া গড় হিসাব অনুযায়ী কিশোর এবং কিশোরীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক এখনও একটা পাশ করতে পারেনি একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, শিক্ষার এই চিত্র বড় অনুজ্জ্বল।

৫. প্রতি-বিরোধ ও সামাজিক অঙ্গীকার

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ঘরে বাইরে, সরকারি মহলে এবং এমনকী বিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে বিরোধিতার স্রোত এখনও প্রবাহিত হতে দেখা যায় তার মোকাবিলায় প্রতি-শক্তি, প্রতি-বিরোধ কেমন করে গড়ে তোলা যায় এবং গড়ে উঠেছে, কী করণীয় এবং কী করা সম্ভব এ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। এবং এই প্রতি-স্রোতের নানা অভিমুখ ও নানারূপ; বহুমাত্রিক এই সমস্যার একটি মাত্র নিটোল উত্তর আসা করা তাই অবাস্তব।

বৃহত্তর সমাজে লিঙ্গ সমতার আন্দেত্রালন, মেয়েদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক হিংসার বিরুদ্ধে মেয়েদের ও ছেলেদের মধ্যে চেতনার আলোড়ন ইত্যাতি মৌলিক প্রভাব ও প্রয়াস ছাড়া মেয়েদের শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। সামাজিক অঙ্গীকারের সেই বড় ছবিটির প্রেক্ষাপটে মেয়েদের স্কুলশিক্ষার বিস্তার ও তাদের স্কুলজীবনে আয়ুকে দীর্ঘায়িত করবার ব্যাপারে দুটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দু একটি কথা বলব।

এক, মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে সরকারি স্তরে অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, অনেক সদিচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে খাতায় কলমে। সেসবের সুফলও কিছু মিলেছে। কিন্তু, সব কর্মসূচী ও তার রূপায়ণ যে নিশ্চিতভাবে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে ব্রতী তা ভাবলে ভুল হবে। সরকারি প্রকল্পের মধ্যে দিয়েই অনেক সময় লিঙ্গ বৈষম্যের পুরনো প্রথাগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে পড়ে, অথবা সেই বৈষম্য নতুন রূপ পায়। রাষ্ট্রের মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিকতার স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন আভাসও মেলে মাঝে মাঝে, গভীর ভাবে নজর করলে (Brown 1992)। তাই সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচীর ভিতরের স্ববিরোধকে ফুটিয়ে তোলা, খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এব্যাপারে একটি উদাহরণের কথা ভাবা যায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে যাতে প্রত্যন্ত এলাকায় দলিত ও আদিবাসী পরিবারের

মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার সুযোগ হয়। অথচ, সেই সব এলাকায় তথাকথিত 'মাওবাদী' কার্যকলাপের মোকাবিলা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী স্কুল বাড়ীটিতে প্রায়শই ক্যাম্প তৈরী করেন। এই পরিস্থিতিতে বাবা, মা ও স্কুল শিক্ষকরা কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর চিন্তার সম্মুখীন হয় (Bhattacharya 2009, Seth 2010) । রাষ্ট্র এক হাতে শিক্ষার যে সুযোগ তৈরী করেছে, অন্য হাতে সেটিকে খণ্ডিত ও খর্ব করছে। রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও কর্মসূচীর পরিসর ও সেগুলির চরিত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন।

দুই, দৃষ্টি রাখি বিদ্যালয়ের পরিসরের উপরে, যেটি আমারমতে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের একটি। যদিও, বিদ্যালয় এককভাবে নারীশিক্ষার আশ্চর্য প্রদীপ জ্বালানো সমাজের সব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে—এরকম ভাবনাটা ভুল। তবু, মেয়েদের শিক্ষার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তৈরী হয়, লালিত হয় এই পরিবেশে। শিক্ষকদের ভূমিকা এব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একথা অবশ্যই সত্যি নয় যে সব শিক্ষক এমন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত যা কী না গভীরে প্রোথিত লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের ধারণাগুলিকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করাবে। সবাই মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী এমনটাও নয়। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁদের পাঠদানের দৈনন্দিন রুটিনের সঙ্গে মেয়েদের স্বশক্তিকরণের প্রয়াসের কী ধরণের যোগ থাকতে পারে সে বিষয়ে তাঁদের সচেতন করে তোলার কথা যে ভাবা হয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময় তাও নয়। তবুও, কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে এক ধরণের অন্তর্দৃষ্টি, একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীর খোঁজ মেলে, তাঁরা মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে সমালোচনার সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তার মধ্য দিয়ে লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক অসাম্যের বিরোধিতা করেন। এইরকম উদাহরণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আছে।

সবশেষে আসি কিশোরী মেয়েদের কথায়। তারা যতদিন স্কুলে আসতে পারে, স্কুলশিক্ষার শেষ

পর্যায় পর্যন্ত সফল ভাবে টিকে থাকতে পারে ততদিন তারা নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির সম্ভাবনাকে প্রতিদিন বাঁচিয়ে রাখে, সযত্নে লালন করে। স্কুলের পঠন-পাঠনে যে তাদের সবসময় আগ্রহ থাকে তা নয়, এমনকী পড়ার বোঝার দৈনন্দিন নিরানন্দ সত্ত্বেও তারা স্কুলজীবনকে, বন্ধুদের সঙ্গে সময় যাপনের অভিজ্ঞতাকে বিশেষ মূল্য দেয়। কারণ অনেকসময় স্কুলের ভিতরের লিঙ্গ বৈষম্য পরিবারের মধ্যে বৈষম্যের থেকে কম হয়। কিশোরী দলের সেই যূথবদ্ধতা ও তার শক্তি মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে একটি বড় সম্পদ।

যুক্তি তর্কের নানা ঘাটে ঘুরে ফিরে এলাম গোড়ার কথায়। আপাতত আলোচনার ইতি টানছি সেই ইতিবাচক কথায় ও সুরে—মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটছে নানা অন্তরায় সত্ত্বেও। আর সেই উন্মেষের ছোট-বড় বীজ একদিকে যেমন রোপন করছে অন্যদিকে আবাদ করছে অনেকের যূথবদ্ধ প্রয়াস। সর্বজন না হলেও, বহুজনের সেই প্রয়াস মানবী-জমিন কে আর পতিত করে রাখতে দেবে না।

Reference :

Bagchi, Jasodhara 1997 ***Loved and unloved : The girl child in the Family,*** Calcutta, Stree.

Becker, Gury S. 1993 'The Economic Way of Looking at Behavior', **The Journal of Political *Economy*,** 101 : 3, 385-409.

Bhattachary, Swati 2009 'স্কুল শিক্ষা কেন হবে না অত্যাবশ্যক পরিষেবা?', **আনন্দবাজার পত্রিকা–** July 28.

Brown, Wendy 1992 'Finding the Man in the State' **Feminist Studies,** 18 : 1, 7-34.

Forbes, G. 2007 'Education for Women', ***Women and Social Reform in Modern India.*** Sumit Sarkar and Tanika Sarkar (eals), New Delhi, Permanent Black.

Ghosh, Rajarshi 2014, 'দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি', **আরেক রকম,** (Vol. No. to be checked).

Government of India 2010 'Education in India 2007-08. Participation and Expenditure', NSS 64 the Round New Delhi, Government of India.

Nusbaum, Martha C. 2005, 'Womens' Education : A Global Challenge' **Women and Citizenship** Marilyn Friedman (ed.) New York, Oxford University Press.

Pande, Rohini 2015 'Keeping Woman Safe', ***Harvaid Magazine*,** January -February.

Sen, Samita 2002 'A Father's Duty : State, Patriarchy and Women's Education', ***Education and the*** **Disprinleged : *Ninetenth and Twentiveth Century India*** Sabyasachi Bhattachary (ad.) New Delhi, Orient Longman.

Sethi, Aman 2010 'Children at Risk as Schools Belome Barracks in anti-morist War', ***The Hindu,*** Wednesday, March 24.

UNESCO 2005 ***Education for All* : *The avality Impecative*,** The EFA Gloal Monitoring Report, Paris, UNESCO.

Late Krishna Bhattacharya

Distinguished Teacher of Education,
West Bengal Education Service

Second Krishna Memorial Awards for Women Educationists and Caregivers
to
Lakshmi Deb & Tagore Foundation School for their Exemplary Services to Girls' Education
Mihir Chakraborty is giving the Awards
26 February 2015

Krishna Trust

HB-232,First Floor,Sector III, Salt Lake
Kolkata 700 106, Phone +91-33-23371801